লেখা পাঠানো সংক্রান্ত তথ্য

লেখা গবেষণামূলক ও শিল্পমানসমৃদ্ধ হতে হবে। পূর্বে প্রকাশিত রচনা জার্নালে প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে না। লেখা অনধিক ৫,০০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণপূর্বক সুতনি এমজে ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পোজ করতে হবে। ই-মেইলে bfarchivebd@gmail.com ঠিকানায় অথবা সফট কপি (CD Form) এবং হার্ড কপি ডাক মারফৎ বা সরাসরি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে পাঠানো যাবে। সঙ্গে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর পাঠাতে হবে। প্রাপ্ত লেখা প্রাথমিক মনোয়ন এবং বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন (রিভিউ) শেষে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও জার্নালে মুদ্রিত হলে লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নালে প্রকাশিত সকল লেখার স্বত্বাধিকারী হবে।

লেখার শেষে গ্রন্থপঞ্জি এবং লেখার মধ্যে রেফারেন্স ও টীকা প্রদানের নমুনা নিম্নরূপ :

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি লেখার শেষে উল্লেখ করতে হবে। বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকের নাম (প্রকাশের সাল), গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংখ্যা প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। জার্নাল, সাময়িকী, জার্নাল বা সম্পাদিত গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। নমুনা:

১. আল দীন, সেলিম (১৯৯৬), মধ্যযুগের বাঙলা নাটক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. চৌধুরী, সুচরিত (২০০৬), 'সেদিনের ছবির কথা', মুহম্মদ খসরু (সম্পাদিত), ধ্রুপদী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, ঢাকা।

রেফারেন্স

লেখার মাঝখানে রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রাকেটের মধ্যে (লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম, প্রকাশের সাল: পৃষ্ঠা সংখ্যা) উল্লেখ করতে হবে। নমুনা :

... অরণ্যের দিনরাত্রি-কেও কখনো সত্যজিতের রাজনৈতিক ট্রিলজির অংশ ভাবা হয়েছে। কলকাতা-ত্রয়ীর ছবিগুলোর মতো এখানেও সত্যজিৎ সমকালীনতার অসঙ্গতিগুলো প্রকাশ করেছেন এবং মানবচরিত্র বিশেষভাবে পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ ছবিই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। কাঞ্চনজঙ্ঘা-কে সত্যজিৎ তাঁর পরবর্তীকালের অধিকতর রাজনৈতিক চলচ্চিত্রসমূহের পথপ্রদর্শক হিসেবেই বর্ণনা করেছে (টমসেন, ১৯৭২-৭৩: ৩২)।

টীকা

লেখার মাধখানে ফুটনোট অথবা টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে ওপরের দিকে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে পৃষ্ঠার শেষে টীকা বা ফুটনোট সংযোজন করতে হবে। নমুনা:

'সর্বভারতীয়' সিনেমা হিসেবে হিন্দি সিনেমার নব নির্মাণ সে প্রকল্পেরই সম্প্রসারণ।[১] পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় তৈরি ছবির কপালে জুটল আঞ্চলিক তকমা। ... বলা বাহুল্য, এ এক ধরনের সাস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী নয়া উপনিবেশবাদী প্রকল্পের অংশ।[২]

---

১. অবশ্য এসবের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। ১৯৩৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার কংগ্রেস-এ একটি প্রস্তাবে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের কাছে অনুরোধ জানানো হলো হিন্দুস্তানি ভাষার প্রসারের স্বার্থে তাঁরা যেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ছবি তৈরি করা বন্ধ করেন। ... তখন এটি ছিল তাঁদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রকল্পেরই অংশ। স্বাধীনতার পরে সেটিই অন্তর্ভুক্ত হলো জাতীয় পুনর্গঠন প্রকল্পে।

২. উপনিবেশবাদের ধ্রুপদী প্রকল্পে একটি রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের বাণিজ্য সহযোগীরা অন্য একটি ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু আঠারো, উনিশ আর বিশ ... রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তারপরেও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে সহযোগী রাজনৈতিক অথবা ক্ষেত্রবিশেষে জনগোষ্ঠীর সাহায্যে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও নিতান্ত কম থাকে না।